



# শেরশাহের আমল থেকে শুরু হয় ভূপালপুর রাজবাড়ির দুর্গাপূজা

স্বপ্না রায়

উত্তর দিনাজপুরঃ খুব বেশি দেরি নেই বাঙালির প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার। এটি এমন একটি উৎসব যা প্রতিটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করে মানুষের রাগ-অভিমান-ঋণা-দুঃখ, ভেদাভেদ, জাতি বৈষম্য ভুলিয়ে দেয়। এই উৎসব শুধু বাঙালীর নয়, বাঙ্গালির নয় গোটা দেশের মহোৎসব। এমনকি বিদেশেও যথেষ্ট আড়ম্বরেই দুর্গাপূজা গা ভাসায় প্রবাসীরা। আমাদের দেশে বনেদী বাড়ির দুর্গাপূজায় রয়েছে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এক এক বাড়িতে এক এক নিয়মে পূজিতা হন জগৎজননী মা দুর্গা। তেমনি অন্য ধরনের নিয়মে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয় উত্তর দিনাজপুরের ভূপালপুর রাজবাড়িতে আজ থেকে চারশো

বছর পূর্বে শুরু হয় ভূপালপুর রাজবাড়ির পূজা। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর দুর্গাপূজার সময় উৎসবে মেতে ওঠে গোটা জমিদারবাড়ি সহ এই এলাকার সমস্ত মানুষজন। গতবছর করোনার কারণে সবকিছু বেরঙীন হলেও এ বছর আবার জমিদার আমেজে মহাসমারোহে পালিত হতে চলেছে ভূপালপুর রাজবাড়ির দুর্গাপূজা। মুঘল সম্রাট শেরশাহের আমল থেকে শুরু হয় এই রাজবাড়ির দুর্গাপূজা। জানা যায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং রাজা ভূপাল রায়চৌধুরীর উদ্যোগে এই রাজবাড়িতে দেবী দুর্গার আরাধনার সূচনা ঘটে। সম্পূর্ণ জমিদারি আভিজাত্যে নানান রকমের নিয়মনিতি মেনে প্রত্যেক বছর দেবী দুর্গার আরাধনায় মেতে ওঠে এই রাজবাড়ী শহর এলাকার



ভূপালপুর রাজবাড়ির দুটি দৃশ্য

সমস্ত বাসিন্দারা। এখানে মহালয়ার দিন থেকে জোড়া মোষ ও পাঠা বলির মাধ্যমে শুরু হতো দেবীর আরাধনা, উৎসব চলাতে একেবারে প্রতীমা বিসর্জন পর্যন্ত। কিন্তু যুগ বদলেছে, এখন মহালয়ার দিন পিছিয়ে যষ্ঠীর দিন হয় দেবীর বোধন। বক হয়ে গেছে বলি প্রথা, কিন্তু এখনো আগের মতই জাঁকজমকপূর্ণভাবে সমস্ত নিয়মনিতি মেনে আরাধনা করা হয় মা দুর্গার। এমনকি দেবী



মূর্তিও তৈরি করা হয় একেবারে প্রাচীনকালের ধাঁচে। যেখানে অসুরের গায়ের রং হয় ঘন সবুজ এবং দেবী দুর্গার মাথার ওপরে অধিষ্ঠিত থাকেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। এ বাড়ির পূজার প্রাচীন

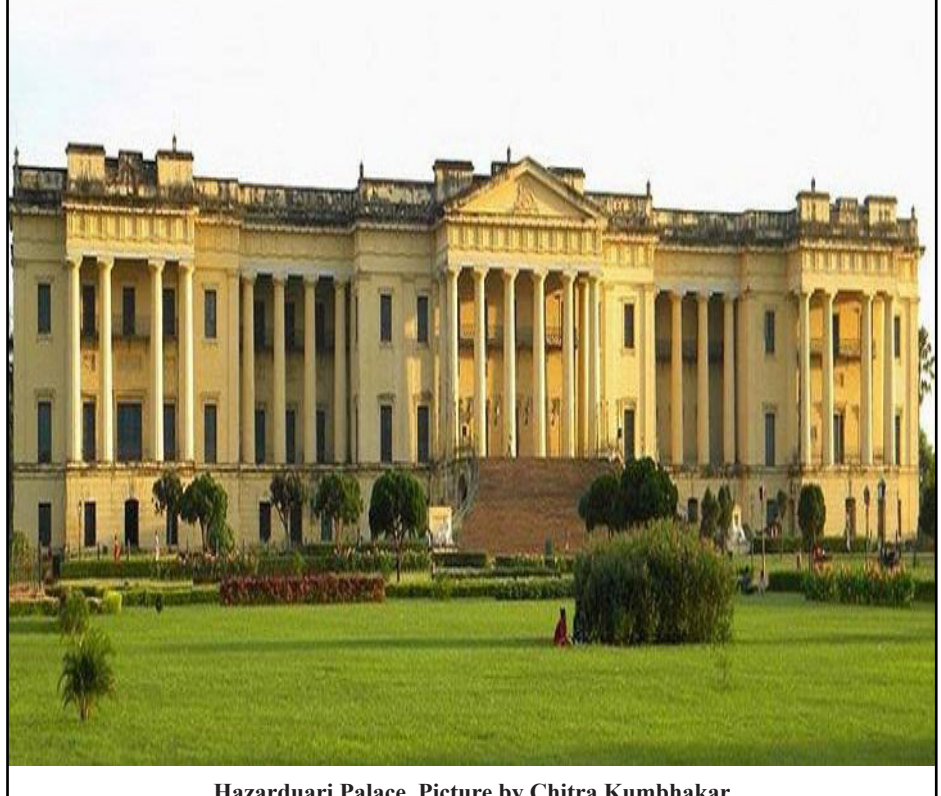
ইতিহাস সম্বন্ধে রাজবাড়ীর বর্তমান বংশধর অভিষেক রায় চৌধুরী জানান, 'আমাদের আদি বাড়ি ছিল ইটাহারের চূড়ামন এলাকায়। সেখানেই দেবী দুর্গার আরাধনা হত। মহানন্দা নদীর করাল গ্রামে রাজবাড়ি ও রাজপাট চলে যায় নদীগর্ভে। তারপর সেখান থেকে চলে এসে দুর্গাপুরে নির্মিত হয় রাজপ্রাসাদ ও দেবী দুর্গার মন্দির। মহালয়ার দিন থেকে রাজবাড়ির পূজাকে কেন্দ্র করে যাত্রাপালা, থিয়েটার, সার্কাসের আসর বসত। পূজোর কটাদিন এলাকার সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষের ভোজনের ব্যবস্থাও থাকত। আমোদ প্রমোদে মেতে উঠতেন সকলেই।'

কিন্তু বর্তমানে একটু বদলেছে পূজা এখন আর মহালয়ার দিন থেকে বসেনা মেলা কিংবা আসর, বন্ধ হয়েছে বলীপ্রথাও। তবে রাজবাড়ির দুর্গাপূজা নিয়ে এখনও এলাকার মানুষের মধ্যে একটা আলো উদ্ভাসনা থাকে। নবমীর পূজায় ভূপালপুর রাজবাড়ির বিশেষত্ব রয়েছে, এদিন পূজোর ভোগ ও ফল ফলাদি পূজোর পর ঠাকুর দালানের উঁচু জায়গায় বেঁধে রাখা হয়। এরপর গ্রামের বাসিন্দা ও পরিবারের লোকেরা যে যেভাবে যতটা ফল পেরে নিতে পারে সেটাই একটা খেলার মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা হয়। গতবছর বাদবাকি সমস্ত জায়গার মতই ফিকে হয়ে গেছিল এই রাজবাড়ির পূজোর রং কিন্তু পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই স্বাভাবিক তাই ভবিষ্যতেও সবকিছু স্বাভাবিক থাকবে এই আশা রেখে এ বছর আবার নতুন করে মহাসমারোহে পূজা উদযাপন করার কথা চিন্তাভাবনা করছেন এবারের সদস্যরা। গতবছর এবারের পূজা একটু অনাড়ম্বরভাবে হলেও এবছর আবার ফিরে আসতে চলেছে রাজবাড়ীর ঐতিহাসিক দুর্গাপূজা।

## বেতারের প্রাণপুরুষ

প্রথম পৃষ্ঠায় পর অবশেষে আসে সেই মহেন্দ্রকমল। যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আবেগকম্পিত কণ্ঠে একটু সুর জড়িয়ে বীরেন্দ্রকমল বলে উঠলেন—'আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর...' পঙ্কজ মল্লিক হাত নেড়ে ইশারায় জানিয়ে দিলেন, 'ঠিক আছে, চালিয়ে যাও।' সেই হল শুরু... প্রথম কয়েক বছর এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালনা করতেন যুগ্ম ভাবে রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিক। পরে একক ভাবে পঙ্কজ মল্লিক। পরবর্তী কালে অনুষ্ঠানে কিছু পরিমার্জন, পরিবর্তন করা হয়। গানের শিল্পীও বদলায়। তবে গ্রন্থনা ও আবৃত্তির শিল্পী ছিলেন অপরিবর্তিত। ১৯৭৬-এ অবশ্য একটা বছরের জন্যই 'মহিষাসুরমর্দিনীর বিকল্প হিসেবে শোনা গিয়েছিল 'দেবী দুর্গতহারিণী'। কলকাতা-বোম্বাইয়ের তারকাশিল্পীখচিত, বহু ব্যয়ে নির্মিত এক অনুষ্ঠান। তবে বাঙালির ম্যান্টিন আইডল বেতারের আইডলের ধারেকাছেও আসতে পারেননি। সাধারণ মানুষের মনেও প্রবল ক্ষোভ। অগত্যা পরের বছর আবার চেনা অনুষ্ঠানেই প্রত্যাবর্তন। তবে দুর্গের বিষয়, এই ঘটনা সম্পর্কে বীরেন্দ্রকমল ভদ্র ও পঙ্কজ মল্লিক, কেউই কিছু জানতেন না। বাণীকুমার তখন প্রয়াত। জানার পরে বীরেন্দ্রকমল আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, 'ওরা আমায় এক বার জানাল না।' বেতার কেন্দ্রের বাইরেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ছড়িয়ে পড়েছিল। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, ছায়াছবিতে আর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালিখিতেও তিনি ছিলেন অনন্য বিষয়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম অভিব্যক্তি রঙমহলে 'অভিব্যক্তি' নাটকে (১৯৩৭)। ১৯৪৬-এ কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ওই বছর মিনার্ভা প্রথম বার মঞ্চস্থ হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' নাটক। নামভূমিকায় অভিনয় করলেন কমল মিত্র আর প্রধান স্ত্রী চরিত্রে সরস্বতী দেবী। ১৯৫৮ সালে বীরেন ভদ্রের পরিচালনায় 'মায়ামুগ' নাটকে প্রথম বার মঞ্চে অভিনয় করলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রুথায়, 'আমি মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি যেতাম। উনি আমাকে আকাশবাণীতে বীরেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।' কী জানি, আমাকে দেখে ওঁর কী মনে হয়েছিল! বলেছিলেন, তুমি পারবে। মঞ্চে অভিনয়, বেতারে কন্ঠস্বর মডিউলেশন সব কিছুই ওঁর কাছে শেখা। আমাকে বলতেন, নিজে মেকআপ করবে। কারও উপরে নির্ভর করে থাকবে

না। অভিনয় জগতে চলতে হলে কার সঙ্গে কী ভাবে মিশতে হবে, সেটাও উনি বলে দিয়েছিলেন।' তবে বিশ্বজিতের আক্ষেপ, 'উনি যখন মারা যান, কেউ আমাকে জানায়নি। আমি তখন বয়েতে কাজ করছি। জানার পরে খুব কেঁদেছিলাম।' বেতারে 'রূপ ও রঙ্গর আসরে বিরূপাক্ষ' ছদ্মনামে নিজের লেখা কোটুক-নকশা পরিবেশন করেছিলেন বীরেন। 'বিরূপাক্ষের ঋগ্বেদ', 'বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ', 'বিরূপাক্ষের অযাচিত উপদেশ' বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। চলচ্চিত্র জগতেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বীরেন্দ্রকমল ভদ্র। ১৯৪৩ সালে 'স্বামীর ঘর' নামে একটি ছবি পরিচালনা করেন। কয়েকটি ছবিতে চিত্রনাট্যও লিখেছেন, 'মা অন্নপূর্ণা' (১৯৫৪, পরিচালনা হরি ভঞ্জ), 'সতীর দেহত্যাগ' (১৯৫৪, পরিচালনা মানু সেন), 'সাধক বামাক্ষাপা' (১৯৫৮, পরিচালনা নারায়ণ ঘোষ)। তাঁর নিজের লেখা দুটি নাটক 'ব্ল্যাক আউট', '৪৯ নম্বর মেস'ও মঞ্চসফল হয়েছিল। বেতারে আক্ষরিক অর্থে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত করেছিলেন বীরেন্দ্রকমল ভদ্র। কিন্তু বেতার কি তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে পেরেছে? তখন স্টাফ আর্টিস্টদের পেনশন-গ্র্যাটুয়িটির ব্যবস্থা ছিল না। প্রডিউস্ট ফান্ডের সামান্য কয়েকটি টাকা নিয়ে অবসর নিলেন। রবীন্দ্র ভারতীতে বেতারের নাটক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলেন কিছু দিন। শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে কলকাতা ও অন্য শ্রীরামকমল ও মহাভারত বিষয়ে পাঠ-গান করতেন। সন্ধ্যায় অর্ধের বিনিময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হতেন, এমনকি প্রতিমার আরাধন উমোচাও করতেন! যে স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর গর্ব, আশির দশকের প্রথম থেকেই তা লুপ্ত হওয়ার নানা উপসর্গ দেখা যেতে লাগল। রবীন্দ্র সন্দনে সঞ্জীর চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বীরেন্দ্রকমলের পৌরেহিতো। বক্তৃতায় সকলকে হতচকিত করে বলে উল্লেখ, 'কে এই সঞ্জীর চট্টোপাধ্যায়, একে তো চিনি না।' কিছু ক্ষণ পরে সংবর্ধনায় পাওয়া উপহার সামগ্রী যখন সঞ্জীববাবু মঞ্চেই তুলে দিলেন বীরেনবাবুর হাতে, তখন সঞ্জীববাবুর হাত ধরে সে কী আকুল কাহা তাঁর! স্ত্রী মারা যাওয়ার মাস সাতকের মধ্যে শরীরের আরও অবনতি হয়। বীরেন্দ্র কন্যা সূজাতাদেবী বলছিলেন, 'তখন প্রায়ই বাবা বলতেন, তোমাদের মা অনেক দিন এই ঘরে আসেন না।' এক দিন ওকে আসতে বলে।' ১৯৯১ সালের ৪ নভেম্বর তিনি অমৃতলোকে যাত্রা করেন।



Hazarduari Palace. Picture by Chitra Kumbhakar

## A historical journey

Chitra Kumbhakar I am always very excited to visit historical places in India. Last year, during my summer holidays, my parents decided to visit Hazarduari palace which is located in Murshidabad, West Bengal. This historical place is situated near the bank of the Ganga. It was built in the 19th century by Sayyid Mubarak Ali Khan II, popularly known as Humayun Jah (1810-1838). He was the Nawab of Bengal from 1824 to 1838 and succeeded by Mansur Ali Khan. I spent a wonderful time visiting several historical sites in Murshidabad that includes the palaces, castles, mosques, temples, and the ancient remains of structures built during the reign of Nawab Siraj-Ud-Daulah. The name of the palace is Hazarduari, which means "a palace with a thousand doors". The interiors of the museum are magnificent with a high dome and chandeliers with 96 lamps. The palace was earlier known as Bara Kothi and has been named so as the palace has in all 1,000 doors, of which 900 are false. They were built in that manner as if any intruder tried to do something wrong and escape, he would get confused between the false and real doors and then be caught by the Nawab's guards. The palace has now been transformed into a museum which has a huge collection of paintings, furniture, antiques and the like. When we visited, only a few galleries were open. Galleries one and two are rich in tools like knives, guns, pistols. In gallery 3, there are paintings and objects of silver and gold and also a mirror in which we could see everyone but not ourselves. In Gallery 7, the Durbar Hall is the main attraction. It also has a vaulted roof with the crystal chandelier hanging from the ceiling. It was presented to the Nawab by Queen Victoria. We have taken the help of a tourist guide to visit the entire Hazarduari palace. I must say the guide has a vast knowledge about this palace, as he explained us about each and every spots of Hazarduari in brief. After visiting the entire palace, we moved out from there. We ate a lot of things there especially the famous sweet of Murshidabad, mihidana or Maheen Boondi. It was absolutely delicious. And after taking rest for a few hours in a nearby hotel, we returned home. This is the most memorable historical journey in my life and I enjoyed it a lot, besides learning about many aspects of Bengal's history.

## Nainital, a mythical lake town



lake in nainital(Picture by Aryadeb Mukhopadhyay)

Aryadeb Mukhopadhyay Apparently built on the lines of Cumbrian Lake District by the British, Nainital is one of Uttarakhand's most astonishing and popular hill stations. With its majestic views, Nainital is set in a valley around an eye-shaped lake, where, according to legend, the Goddess Sati's eyes had fallen. Bustling markets with spectacular views of the hills essentially give Nainital a clear view to the upper reaches of the mighty Himalayas. With the scenic and bio-diverse Jim Corbett National Park just a two-hour drive from here, hordes of tourists tend to flock here at peak season which is generally between March-July each year. A few kilometres from Nainital lies the other towns that have lakes as their centres. Bhimtal, Sattal and Naukuchial are charming little hill-towns built around tranquil lakes as well, and so this region is known as the Tal region. It offers generous opportunities for spending a holiday in serenity by the lake, visiting temples and also adventure. One of the captivating characteristics of Nainital is the cable car which is an opportunity not to be forsaken. It provides an irreplaceable offer of catching a bird's eye view which is quite breathtaking, of Naini Lake and the entire Nainital hill station. A treat of refreshment and relaxation is offered when you glide with the air over such an unblemished landscape. Drop in for a spot of the stargazing at the Aryabhata Research Institute of Observational Science where you are welcomed to a different world and lose yourself among the stars and beyond as you delve deep into the majestic unknown of the universe and its underlying mysteries. Before wrapping up your journey, do visit the famous temple of Lord Hanuman, who is a much celebrated image of unwavering devotion himself, being one of the greatest worshippers of Lord Ram, perched at an altitude of 6,400 feet above sea level.

## Every girl child is the face of Durga

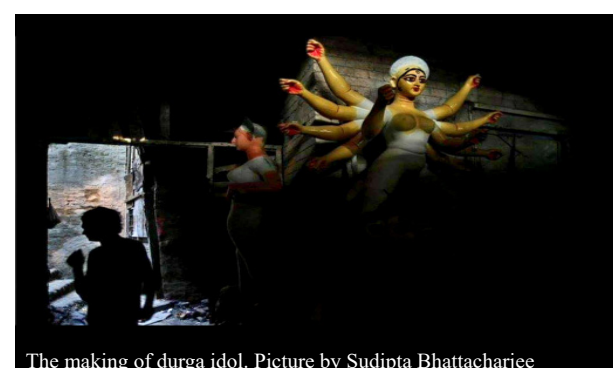
Shuvanwita Dey The state of development of a society can be judged from the status a woman occupies in it. A woman performs a number of roles both in a family and outside (in her career). Since ancient times, Hinduism is known to have the strongest presence of the divine feminine among major world religions. One of India's most auspicious festivals, Durga Puja, celebrates the triumph of good over the evil. It is meant to honour the 'goddess of power', Durga. The word 'Durga' refers to one who is indomitable and has the power to fight all the sufferings and miseries of human race. The festival occurs in the Hindu month of Ashwin from the first to the tenth day of the month. Basically, the most attractive days of the festival starts from Saptami and ends with Dashami. The prowess of Durga is depicted with her

THERE IS MAA RAGHU HIDDEN IN EVERY GIRL



As Mahishasurmaridani, she slays the buffalo demon who threatens the stability of the world. She is also the Divine Mother protecting all from evil and misery. The history of women in India has been eventful and seen a vast change in perception over several decades. Before Independence, women in India were ill-treated by men. They were made to stay within the four walls of the house and not at all respected. The only 'job' of women at that time was to take care of the family and give birth. Evil practices like Sati, child marriage, female infanticide and witch-hunts, among others, were inflicted upon them. Today, a country like India where Durga is worshipped and women form

## Durga puja during pandemic



The making of durga idol. Picture by Sudipta Bhattacharjee

Shreya Saha Durga Puja is here. Considering the threat of a possible third wave of the Covid-19 pandemic, Durga Puja festivities will be a low-key affair in West Bengal this year too as Calcutta High Court has ordered that pandals in the state turned into 'containment zones' and no visitors will be allowed to enter them. For small pandals, barricades will have to be put up five metres from the entrance, while for the bigger ones, the distance has to be 10 metres, the court ordered. A similar order was issued by the High Court last year as well. All the restrictions imposed by the court last year will remain the same. Meanwhile, the West Bengal government has extended the Covid restrictions and night curfew till October 30. However, in view of the Durga Puja celebrations, restriction on the movement of people, including the movement of vehicles, between 11pm and 5am has been relaxed between October 10 to October 20, 2021 except for health services, law and order, essential services and other emergency purposes. The forum of puja

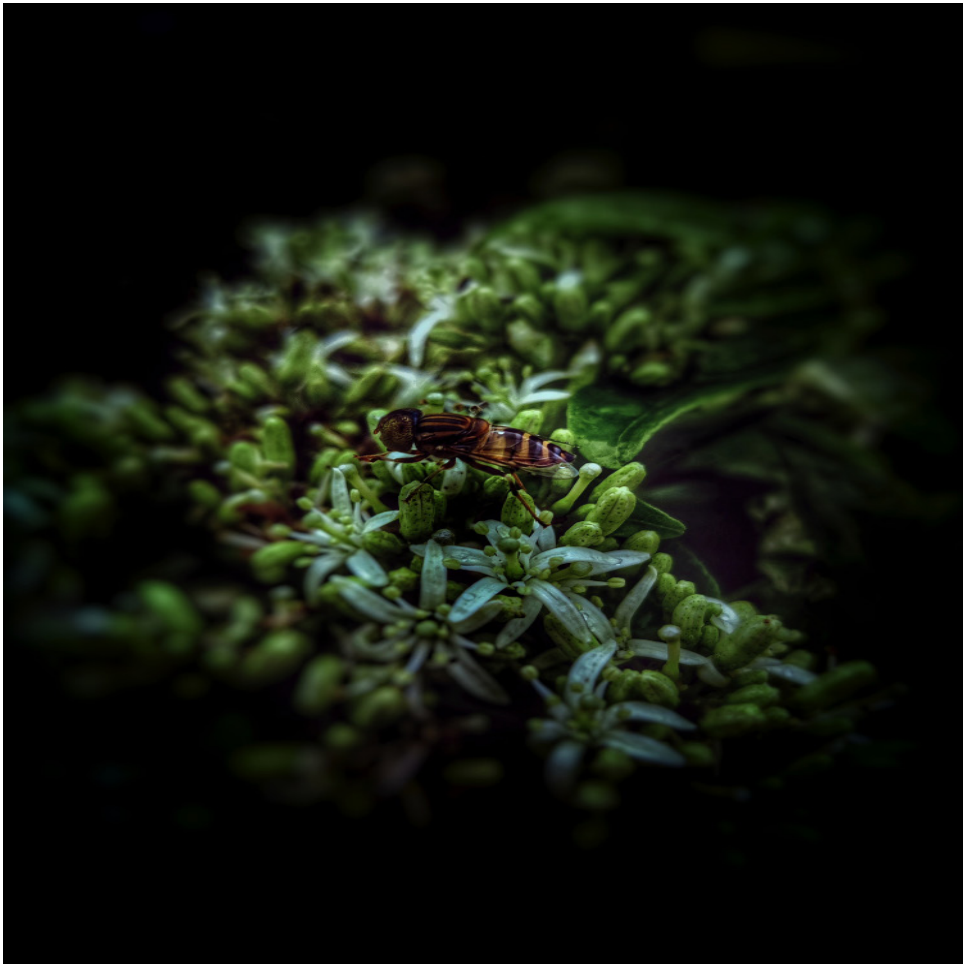
organisers has proposed a set of guidelines, which needs to be followed during the pandemic. "This year all puja organisers, artisans, priests and drummers should be vaccinated," said Saswata Basu, general secretary of Forum for Durgotsab. The organisers also urged to scale down their spending on the pandals, lighting, idols and other paraphernalia, and instead use the funds for public service. The pandal should be kept as simple and open as possible with minimum interior work, so that citizens may see the pandal, decoration and idol from outside. Further, the state also stressed the need for wearing of face masks and maintaining physical distancing and other health and hygiene protocols at all times. Other Covid-19 restrictions, such as maintaining social distance during Durga Puja, wearing masks and sanitisation, will also be followed. Just like last year, no sliced fruits will be offered to the idol. Instead, only whole fruits will be offered.



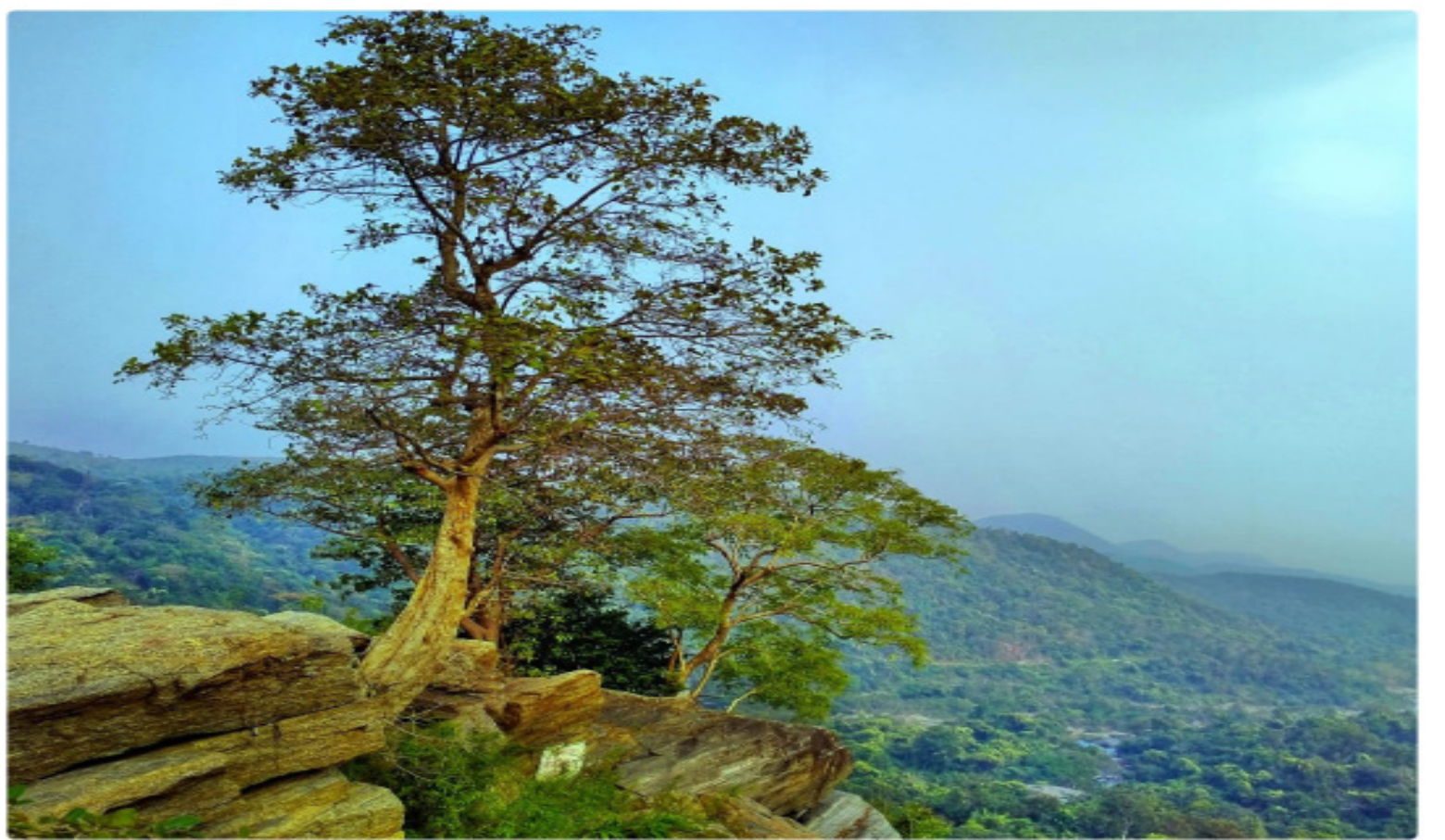
Festive fare. Picture by Debkanta Banerjee



The homecoming. Picture by Soumik Dey



Black n blurry, levanter's in a hurry. Picture by Samir Pandey



Puja vacations mean travel to new destinations. Picture by Rupa Kanri



Ganesh comes home. Painting by Saheli Ghosh



The awakening. Picture by Shampa Dey

# Recipe - Chocolate modak



Nitu Das

Hello everyone today I am making chocolate modak in just 10 minutes;

**Ingredients:-** 2 packet oreo bis-

cuit , 1 packet dairy milk or any compound chocolate , 1cup milk , 1cup desiccated coconut , and 2 table spoon ghee/any unflavoured oil/butter, hand full almond/cashew.

**Procedure:-**

First of all separate the oreo biscuit and it's cream in two bowl. Now grind the biscuit and make a biscuit powder. Then in the biscuit powder add milk and make dough.

Now I am move to the modak staffing, first in a pan add ghee/oil /butter let it warm up properly and then add desiccated coconut and almond mix until it light brown colour meanwhile I melt the dairy milk or any compound chocolate. Now simply mix the melted chocolate into the coconut pan and the separated biscuit cream also mix everything together. Now time to assembling everything if you have any modak mould then simply

add a little portion from that biscuit dough put in to the modak mould press and make a hole centre of the modak now put into the chocolate coconut mixer and close the modak with help of little biscuit dough.

If you don't have any modak mould then simply get a little portion from the biscuit dough put into your palm make a round ball simply make a hole and put into the chocolate and coconut mixer and get shape like modak/ round or any other as you like to shape it .

Now your delicious chocolate modak are ready to eat please try this in your home, I am sure you will like this recipe.

## A precious relationship

Sandipta Ghosh

*He protects her like a father  
She cares for him like a mother*

*They are like two branches of a tree with a single root  
They fight like Tom and Jerry  
But they are best friends too!*

*They are each other's strength  
They show they don't care for each other but they care the most  
They can't look identical but their habits are the same  
They can stay miles away but their hearts are close to each other  
They can fight with the world for each other*



*They can fight with each other too.  
They tease each other like old friends  
But they share a sweet-and-sour relationship  
They share bond of unconditional love  
There is the love of a brother and sister.*

## প্রিয় আকাশ

শিউলি মন্ডল

প্রিয় আকাশ,

আনি চিঠিটা পাওয়ার পর হঠাৎ খুব অবাক হবো অনেক দিন কেউ তোমার শৌভে যেদিন কিবা চিঠি লিখো কত যুগ সেরিয়ে গেছে, তাই না? তুমি বড় একা, তাই না? তুমি কি ক্রান্ত হয়ে পড়েছো? আকাশ, ভালো আছ তো? পৃথিবীর সব খবর তোমার কাছে গিয়ে সৌভাগ্য? সব কিছু কেমন বদলে গেছে আজ আর কেউ তোমার সাথে নিজের অনশ্বারাপ ভাণ করে নেয় না, না! কোনও কিশোরী আর রাত জেগে তোমার পায়ে চারদেহ খেলা দেখে না না! কোনও প্রেমিক তোমার দিকে তাকিয়ে চোখ মোছে না না!

মনোর এখন বড্ড জড়, আকাশ, কেউ এখন শোমে থাকে না মবাই শুধু ছুটছে ছুটতে ছুটতে তোমায় ছুঁয়ে ফেলতে চাইছে তোমার সব রক্তই ভেদ করে ফেলতে চাইছে। কিন্তু তার জন্য যে মবাই তোমাকেই ভুলে যাচ্ছে! সব কিছুই যখন বদলাচ্ছে, তখন তুমি একতরফে থেকে কেন? কিম্বা

দায় তোমার? মবাই যখন ছেড়ে যায়, তুমি থেকে যাও কেন? তুমি এক লক্ষ লক্ষ বছর ধরে রয়ে গেলে কেন? জান না যারা থেকে যায়, তাদের দাম কত যায়? তাই তো তোমার শৌভ নেওয়ার প্রয়োজনটুকু কারোর মনে হয়না।

আমিই বা কেন বদলালাম না, বল তো? শতাব্দীর পর শতাব্দী আমি তোমার শৌভে দাঁড়ি কেন? কখনও অস্টাদেশ শতাব্দীর কিশোরী হয়ে তোমার সাথে গল্প করেছি, কখনও চতুর্দশ শতাব্দীর বালিকা হয়ে তোমার দিকে অবাক কৌতুহলে তাকিয়ে থাকেছি। তারও অনেক-অনেক আগে পৃথিবীর প্রথম যে মানবী তোমার দিকে যেক্টর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেও যে আছিল! আর এই এককিংশ শতাব্দীতে 'মাগন' তরুণা মাগয় নিয়েও তোমায় এই চিঠি লিখছি।

শোনে আকাশ আমি জানি মনোর অবস্থা নিয়েও তুমি থেকে গেছো কারণ তুমি জানো যে অশ্রুত একজন তোমার শৌভ নেবে! তোমার জন্যই তোমার থেকে থাকো, তুমি যে আমার বন্ধু আকাশ, পাঁচ-বছরে বন্ধু, জানো থেকে!

# Can the Indian football team qualify for the World Cup by 2030?

Rahul Mondal

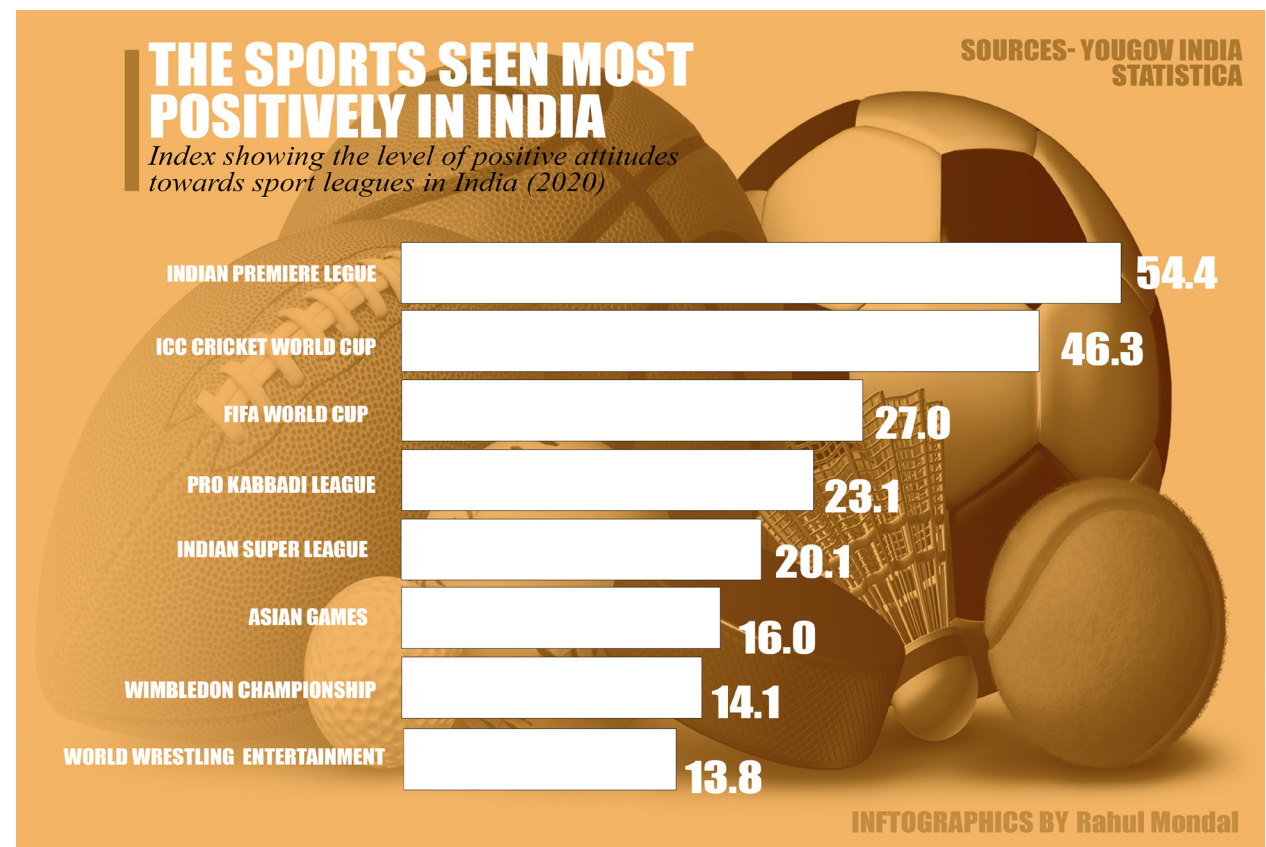
We all know about the cricket craze in India and how Indians are obsessed with the game. However, football also has a huge following in India. In fact, Indians are obsessed with football. Bengal and Kerala were the most common places to see this craze. For football fans, there is always one question on their minds. When is India going to participate in the World Cup? In terms of Indian football participation at the Fifa World cup, India's record is not that good, but there is still hope. India's future in FIFA is a burning question. Will they be represented? We will try to

find out.

Do Indians really love football? There is a real doubt about the number of people who watch football in India. If there is a real love for football in India, then why is it still underrated? Why is it not generating the revenue that it deserves? We all know about the UEFA (Union of European Football Associations) Euro championship. Sony Sports Network, the official broadcaster of Euro 2020, reports that 37 million football fans watched the first 21 matches. And these are viewers who were actively watching. In 2017, FIFA U-17 opened with 4.7 million TV viewers and dropped to

1.3 million by the 10th of October. The event still had 3.8 million viewers in total. Over 28.3% of viewers who watched FIFA stayed and watched ISL matches as well. It has changed dramatically. And if you assume that men who watch football leagues capture a larger percentage, you're wrong. The statistics data on viewers shows that men in the age group of 18-24 make up 41 percent and women in the age group of 25-34 make up 38 percent. Clearly, India has a good amount of viewers; the question is how the Indian team performs. Well, it's improving, which indicates that India might qualify for FIFA's qualification

round. India was third in the qualification matches in the previous year, after Qatar and Oman, but their winning to losing ratio was poor, but it was better than their previous FIFA performances. In the Asian leg of the World Cup Qualifiers for 2022, India held Asian Champions Qatar to a 0-0 draw at home that too on their home field. In the past years, Qatar has not been defeated or held back from drawing, with India being the first to do so at home. Is there any chance that India can participate in FIFA if India hosts it? The country has hosted Cricket World Cups, the Indian Premier League, and the



Indian Football team

Indian Super League but no FIFA World Cup. Many factors contributed to that. Before assigning a country to host the world cup, FIFA looks at all aspects. Infrastructure, facilities, player and staff accommodations, revenue generation, and traveling facilities are all included. The fact that ISL matches are hosted in India suggests that infrastructure, accommodations for staffs, and travel facilities aren't an issue. In light of the fact that FIFA is offering the chance for Qatar to host the 2022 World Cup, there is pretty much a

good chance that India will host one eventually when it again switches to Asia. Football viewership in India may not be very steady. FIFA's visit will serve as an encouragement, however. It turns out that the Indian sports administration will look at every aspect, including whether the country is economically stable enough to handle the risk of earning revenue over expenses. Ever so often, the question of viewership and engagement of audience arises. So why do football audiences engage so little?

As an example, ISL does not have any promotion or relegation policy, a policy that is very much present in all other football-playing nations. As a result, the sense of competition is not created, and audiences lose the sense of enthusiasm and fan following. "In Mizoram alone, there are tons of talented children, but they don't get the right exposure and that's why we are failing to recognize them," says Uttam Singh, a state-level player. In order for our Indian football team to gain international recognition

and represent themselves at the world cup, we have to be patient. There are many things that need to be changed, as discussed previously. The Indian team is changing and improving drastically, and we are aware of the victories they are achieving at the local and international levels. Supporting and encouraging them is the one thing we have to do, by sharing love and showing our support for them. As football fans, we will never stop supporting them. Keeping an optimistic attitude and hoping for the best.

## When sports brought the world together

Arghyadeep Roy

Sport for years has brought people together all around the globe and sport has the potential to unite people. Actually, there's no denying the fact that sports have a huge aspect of culture. Although it's a fierce rivalry, the Olympic Games or showing of sportsmanship, sports can solve any kind of dispute, provide universal inspiration and deliver entertainment for a small moment in time.

Sports have positively contributed to the society in many ways. Examples such as after the 9/11 blast, showing solidarity and resolve the thing when the unthinkable happens at a sporting event, with the Boston Marathon. There are many different athletes, soccer and basketball. Also tennis, boxing events that transformed the world. Let's take a look at how sports bring the entire



world together.

### Major league baseball's tribute to the heroes during 9/11 terror attack:

The 9/11 incident (the deadliest terrorist attack in world history) left the US in deep mourning as it resulted in nearly 3,000 deaths, and more than 25,000 injuries. One of

first MLB games after the 9/11 attacks took place on September 21 between The New York Mets and Atlanta Braves in New York city. The Mets won the game.

### Matthew Webb swims across English Channel:

Matthew Webb, also known as British Captain, in 1875

became the first person to swim the English Channel. He was also known for water stunts. The whole world wanted a piece of the captain. This made him a celebrity and he performed many stunts in public.

### 3. Modern-day Olympic Games Commence:

Started around 773 BC, the Olympic Games have become modern. After 1500 years, the Olympic Games were officially reborn in 1896 and commenced around 12 countries. At Athens, Greece, the Games were filled with nearly 350 athletes in 43 or 45 events that included wrestling, track and field, gymnastics and many more. Nearly 60,000 people gathered for the opening ceremony, but the international spirit of sport took hold and billions around the world watched the Games.

### 4. The FIFA World Cup :

The world's biggest sporting event, The FIFA World Cup, brings together from different countries and fans from all around the world, every four years continuously since 1930. More than 3 billion people watch the FIFA World Cup. The 2018 World Cup final was viewed globally by 1.12 billion people.

## সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল



সুপ্রভিক্ত রায়

ভারতীয় ক্রীড়া ঐতিহ্যে ফুটবল খেলার সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর হাত ধরে, যা পরবর্তীকালে বাঙালিদের মধ্যে অভ্যন্তরিত হয়ে ওঠে। এই পরের ফুটবল এর সাথে সোশ্যাল প্রসাদ সর্বাধিকার এই নামটি অন্তর্গত ভাবে জড়িয়ে আছে, তিনি ভারতীয় ফুটবলের পিতা রূপে খ্যাত। পরাধীন ভারতবর্ষে ১৯১১ সালে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব আই.এফ.এ শিফ্ট জয় করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কে উজ্জীবিত করেছিল। ২৯ সে জুলাই একাধিক সর্ষক এর উপস্থিতিতে মোহনবাগান দলের ১১ জন খেলোয়াড় খালি পায়ে খেলে ইস্ট ইয়র্ক দলকে ২ - ১ গোল এ পরাজিত করে। এই ঐতিহাসিক জয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এনে দেয় এক নতুন মাত্রা। বাঙালিদের কাছে ফুটবল

শুধু একটা খেলা নয়, এটা বাঙালিদের রক্তে মিশে গেছে। বাঙালির ফুটবল ইতিহাসে ইস্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগান দেরখ টা চিরকালই লেগে রয়েছে। এই দুই প্রথামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১০০ বছরের যা আমরা কলকাতা ডার্বি বা বড়ো ম্যাচ বলেই পরিচিত। কলকাতা ডার্বি কে এশিয়ান ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ঠ ডার্বি হিসেবে বিবেচনা করা হয় শুধু তাই নয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডার্বি গুলির মধ্যে এটি অন্যতম। সর্বপ্রথম এই দুই ঐতিহাসিক দল মুখোমুখি হয়েছিলো ১৯২১ সালের কোচবিহার কাপ সেমি ফাইনালে তারপর দিয়ে লাল হুদু নাম সবুজ মেরন যুদ্ধ একই উত্তেজনা বর্তমান। ভারতীয় ফুটবলের সুবর্ণ যুগ এসেছিল ১৯৮৫ সাউথ এশিয়ান গেমস এ সর্ষ পদক ও পরবর্তীতে আবার ১৯৮৭ সালে নেপাল কে হারিয়ে দ্বিতীয় বার সাউথ এশিয়ান গেমস এ সর্ষ পদক জয়ের মধ্যে দিয়ে এছাড়াও স্যাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ৭ বার জিতে এই

টুর্নামেন্ট এর সবচেয়ে সফল দল হলো ভারত। ভারতীয় ফুটবল ইতিহাস এর কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন চুনি গোস্বামী, গৌঠ পাল, আই.এম বিজয়ান, ভাইচুন ভুটিয়ার মত অসংখ্য তারকারা এবং সাম্প্রতিক কালে বিশ্ব ফুটবল দরবারে চতুর্থ সর্বোচ্চ সক্রিয় গোল স্কোরার ভারতবর্ষের সুনীল ছেত্রি। বয়সভিত্তিক অনূর্ধ্ব - ১৭ ফিফা বিশ্বকাপে ভারতীয় দল অংশগ্রহণ করলেও প্রথম দলের পক্ষে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন টা এখনো অধরা তবে সপ্ন সত্যি হতে সময় লাগেনা, হয়তো পরবর্তীকালে আমরা ভারতবর্ষ তথা ইন্ডিয়াকে বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেখতেই পারি। কলকাতার অবস্থিত বিবেকানন্দ যুবজাতীয় ক্রীড়াঙ্গন ২০১১ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম হিসেবে গণ্য করা হতো, এই স্টেডিয়ামে ১৯৯৭ সালে ফেডারেশন কাপ সেমি ফাইনালে ১০১,৭৪১ জন দর্ষকের উপস্থিতিতে একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল যা ভারতীয় খেলার ইতিহাস এ সর্বাধিক। এই স্টেডিয়াম সাক্ষী হয়েছে মারাদোনা, পেলে, মেসি, রোনালদিনহারের সহ আরো অনেক ফুটবল মহারথীদের। স্বাধীনতা লাভের পর ফুটবলের জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যায় ক্রিকেট। বাঙালিদের মধ্যে ফুটবল এর চলটা একই রকম থাকলেও ভারতবাসীর মনে ক্রিকেট এর প্রতি উদ্দামনা বাড়তে থাকে যার ফলে ফুটবলের প্রতি চাহিদাটা কেথায় একটা থমকে যায়।

## Ranbir Kapoor's new look in movie Shamshera released on his birthday

Moupiya Maity

Ranbir Kapoor turned 39 on September 28. And on Tuesday, the first look of the movie Shamshera was released on the occasion of the actor's birthday. Ranbir was seen in a completely different incarnation.

Long curly hair, fixed vision in the eyes, rough mood is evident in the expression. It is difficult to recognize at a glance that this man is Ranbir Kapoor.

The movie was supposed to be released this year. But it has been delayed due to the pandemic situation. The producers have announced that Shamshera is going to be released on March 18, 2022.

The story of this movie unfolds in the con-



text of 1800. It is about a band of robbers, who were forced to fight against the British to snatch their

rights. Vaani Kapoor and Sanjay Dutt are starring in this movie with Ranbir

Kapoor. The movie is directed by Karan Malhotra, who had earlier directed Agneepath. Ranbir Kapoor

was last seen on screen in 2018 in Sanjay Dutt's biopic Sanju, directed by Rajkumar Hirani.

## Debojyoti Mishra honoured on foreign stage



Moupiya Maity

Music composer Debojyoti Mishra was recently honoured abroad. He won the best music composer award at the 20th 'Imagine India Film Festival' in Madrid for giving the score of the song in the film Bansuri: The flute. The nominees for this award were Taras Dron for 'Blind Fold' and Ismail Munsif for

'Charcoal'. "It is a great honor for all of us who have worked in Bansuri: the flute. We don't work for rewards, but if anyone gets respect for that work then it's for the whole team. I thank the filmmaker, Hari Viswanath. He wanted me to score the music in Bansuri: the flute. I am grateful to everyone. I am grateful for the melodious contribution of music

artist Papon and Anvesha Das Gupta. I am also grateful to my wife Jonaki, who listens to every song of mine and gives valuable advice. This is truly a proud moment for Indian cinema," Mishra said. Viswanath, Anurag Kashyap, Rituparna Sengupta, German cinematographer Gregorz Hartfiel and many others associated with this film feel that it is a great honour.